বিশ্রামবারে আরোগ্যদান

(Healing on the Sabbath)

লূক ৬ অধ্যায় ৬-১১ পদ

যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে সর্বদা সমালোচনার মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর সময়কার ধর্মীয় নেতারা যীশুর সমালোচনা করেছিল, কারণ তাদের চিন্তা ও শিক্ষানুসারে যীশু ঈশ্বরের বিধানকে ব্যাখ্যা করতে রাজি ছিলেন না। পরিস্থিতির একখানি অবনতি ঘটেছিল যে, তারা যীশুর কথা ও কাজের মধ্যে ভুল ধরতে সব সময় যীশুর উপর চোখ রেখেছিল। আর তাই আজ আমরা যে অংশ পাঠ করেছি, সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে, বিশ্রামবারে যীশু কোনও রোগিকে সুস্থ করেন কি না, তা দেখবার জন্য ও তাকে কেন্দ্র করে যীশুকে অপদস্ত করতে ধর্মীয় নেতারা যীশুর উপর নজরদারি চালাচ্ছে।

বিগত সপ্তাহে আমরা লূক ৬:১-৫ পদ থেকে দেখেছি, বিশ্রামবারে যীশুর শিষ্যরা শস্যের শীষ ছিঁড়ে খাওয়ায়, তাদেরকে বিশ্রামবার লঙ্ঘন করার দোষে দোষী করা হয়েছিল। এখন, যীশুর শিষ্যরা তাদের এই কাজের দ্বারা বিশ্রামবার সংক্রান্ত দশ আজ্ঞার ৪র্থ আজ্ঞা যে লঙ্ঘন করেছে, তা নয়, কিন্তু ইহুদি ধর্মীয় নেতাদের তৈরী পরম্পরাগত বিধি লঙ্ঘন করেছে। তাই, যখন ফরীশীদের মধ্যে কয়েকজন যীশুর শিষ্যদের এই কাজের সমালোচনা করেছিল, তখন যীশু পুরাতন নিয়ম থেকে দাউদের উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন যে, ফরীশীরা বিশ্রামবার সম্বন্ধে ঈশ্বরের আজ্ঞাকে ভুল ব্যাখ্যা করেছে; আবার তিনি এ কথাও ঘোষণা করেন যে, তিনি নিজে বিশ্রামবারের প্রভু।

এইভাবে যীশু যখন নিজেকে বিশ্রামবারের প্রভু বলে ঘোষণা করেন, তখন তিনি মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে যে দশ আজ্ঞা দিয়েছিলেন, তার ৪র্থ আজ্ঞাকে দৃঢ় ভাবে সমর্থন করেছেন, যা আমরা যাত্রাপুস্তক ২০:৮-১১ (২বিবরণ ৫:১২-১৫) পদে পাই, *"তুমি বিশ্রামদিন স্মরণ করে পবিত্র কোরো। ছয় দিন শ্রম কোরো, নিজের সমস্ত কাজ কোরো; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন, সেদিন তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্যা, কি তোমার দাস কি দাসী, কি তোমার পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী, কেউ কোনও কাজ কোরো না; কারণ সদাপ্রভু ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমুদ্র ও সেই সকলের মধ্যবর্তী সমস্ত বস্তু ছয় দিনে নির্মাণ করে সপ্তম দিনে বিশ্রাম করলেন; এই জন্য সদাপ্রভু বিশ্রামদিনকে আশীর্বাদ করলেন, ও পবিত্র করলেন।"*

৪র্থ আজ্ঞা সম্বন্ধে ওয়েস্টমিন্স্টার বিশ্বাস স্বীকারোক্তির সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরের ৫৮ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, *"৪র্থ আজ্ঞায় দাবি করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের বাক্যের নির্দেশ অনুসারে নির্ধারিত সময়কে যেন ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্ররূপে পালন করা হয়; সুস্পষ্ট ভাবে, সাতদিনের মধ্যে একটি সমগ্র দিন তাঁর উদ্দেশে **পবিত্র** বিশ্রামদিন রূপে পালিত হবে।"* অর্থাৎ, ৪র্থ আজ্ঞা পালন করার প্রাথমিক শর্ত হল, দিনটিকে **পবিত্র** রূপে পালন বা মান্য করা। বাইবেলের দৃষ্টিকোন থেকে 'পবিত্রতার' অর্থ 'বিচ্ছিন্নকরণ বা পৃথকীকরণ' *(separation)*। তাই বিশ্রামদিনকে 'পবিত্র' রূপে পালন করার অর্থ, এই দিনে জগৎ থেকে পৃথক হয়ে কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশে একান্তভাবে নিজেকে নিয়োজিত করা। এখন, বিশ্রামদিনকে পবিত্র রূপে মান্য করতে হলে, আমাদের নির্দিষ্ট ভাবে কী করতে হবে, সেই প্রশ্নের উত্তরে ৬০ সংখ্যক প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, *"সেই দিন সারাক্ষণ পবিত্র বিশ্রামের দ্বারা, এমনকী অন্যান্য দিনগুলিতে যে সমস্ত জাগতিক কাজকর্ম এবং আমোদ-প্রমোদ বৈধ, সেগুলি থেকেও বিরত থাকতে হবে; সারাদিন প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগত ভাবে **ঈশ্বরের আরাধনায়** রত থাকতে হবে; **একান্ত প্রয়োজনীয়** এবং অপরের প্রতি **করুণা প্রদর্শণের** কাজের ব্যতিক্রম ছাড়া।"* অর্থাৎ, বিশ্রামদিন হল, আমাদের জাগতিক সাধারণ কাজ থেকে বিশ্রাম। এই দিন হল, ঈশ্বর-আরাধনার দিন। আর এই দিন হল, একান্ত প্রয়োজনীয় ও করুণা প্রদর্শনের কাজ করার দিন।

এই কারণে, ঈশ্বরের প্রজাদের কাছে বিশ্রামবার ছিল 'আমোদ-দায়ক' (যিশাইয় ৫৮:১৩-১৪)। এই দিনে ঈশ্বরের প্রজারা সারা সপ্তাহের বাধাধরা কাজ বা পরিশ্রম থেকে বিশ্রাম পেত ও তাদের ঈশ্বরের আরাধনা করতে পারত। কিন্তু যীশুর পার্থিব পরিচর্যাকালে, ইহুদি ধর্মীয় নেতারা বিশ্রামবার পালন করাকে কেন্দ্র করে নিজেরা এত বিধি-নিষেধ তৈরী করেছিল যে, বিশ্রামবার ঈশ্বরের প্রজাদের কাছে আর আমোদ করার বিষয় নয়, কিন্তু বোঝা বা ভারে রূপান্তরিত হয়েছিল। ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা ঈশ্বরের বাক্যের এই অপব্যাখ্যাকে যীশু মেনে নেননি, তিনি তাদের এই ভুল ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কাজ

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

করেছেন এবং কেন তাদের ব্যাখ্যা ভুল, তা তুলে ধরেছেন। বিগত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, বিশ্রামবারে **একান্ত প্রয়োজনীয় কাজ** করা নিষিদ্ধ নয়, আবার আজ আমরা দেখতে চলেছি, বিশ্রামবারে আমাদের **করুণা প্রদর্শণের কাজ** করতে হবে।

এখন যে যীশু বিশ্রামবার পালনের সঠিক অর্থ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি নিজে কি সেই বিশ্রামবার সঠিক ভাবে পালন করেছিলেন? অবশ্যই! কারণ, বিশ্রামবারকে পবিত্র রূপে মান্য করার অর্থ, সেইদিন সপ্তাহের অন্যান্য কাজ থেকে বিশ্রাম ও ঈশ্বর-আরাধনায় সেই দিন ব্যয়। আর তাই, যীশু তাঁর পার্থিব পরিচর্যাকালে, প্রতিটি বিশ্রামবারে সমাজগৃহের ঈশ্বর-আরাধনায় যোগ দিয়েছিলেন। তিনি এই দিনের আনন্দ ঈশ্বর-আরাধনার মাধ্যমে উপভোগ করেছিলেন। একই সঙ্গে, মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে তিনি তাঁর সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, করুণা প্রদর্শনের কাজ করেছিলেন। আসুন, আমরা **লূক ৬:৬-১১** পদে উল্লেখিত ঘটনাকে **কয়েকটি ধাপে** উপলব্ধি করি, এবং তার দ্বারা **বিশ্রামবার পালন সম্বন্ধে সঠিক শিক্ষা** লাভ করি।

ক। প্রেক্ষাপট (৬-৮ পদ): ৬ পদে লূক লিখেছে, *"আর এক বিশ্রামবারে তিনি সমাজ গৃহে প্রবেশ করে উপদেশ দিলেন।"* ধর্মীয় নেতারা যীশুর সমালোচনা করেছে, তাঁকে অপদস্ত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু যীশু তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণে বিন্দমাত্র দ্বিধাগ্রস্ত নন। তিনি পূর্ণ উদ্যমে পিতার ইচ্ছা ও কাজ পালন করে চলেছেন। সেই সময় লোকদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তাও তুঙ্গে। ৬ পদে লূক আরও লিখেছে, *"সেই স্থানে একটি লোক ছিল, তার ডান হাত শুকিয়ে গেছিল।"* মথি ১২:৯-১৪ ও মার্ক ৩:১-৬ পদে, এই একই ঘটনার বর্ণনা আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই ৩টি সমদর্শী সুসমাচারের বর্ণনা তুলনা করে আমরা দেখতে পাই যে, একমাত্র লূক, যে একজন চিকিৎসক ছিল (কলসীয় ৪:১৪), এই রোগির পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছে, *"তার ডান হাত শুকিয়ে গেছিল।"* এখন কীভাবে তার ডান হাত শুকিয়ে গেছিল, সে বিষয়ে কোনও সুসমাচারেই কোনও বর্ণনা দেওয়া হয়নি। **হতে পারে**, সে পাথর কাটার কাজ করত, আর সেই কাজ করতে করতে সে আঘাত পেয়েছিল, তার হাত শুকিয়ে গেছিল; এইভাবে ডান হাত নষ্ট হয়ে যাবার ফলস্বরূপ, তার জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়েছিল; **হয়ত** ভিক্ষা করে জীবন-যাপন করতে সে বাধ্য হয়েছিল।

এখন সেই বিশ্রামবারেও ফরীশী ও তাদের অধ্যাপকরা যীশুর উপর নাজরদারি বন্ধ রাখেনি। সপ্তাহের অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও তারা ঈশ্বর আরাধনার জন্য নয়, কিন্তু যীশুর কথা ও কাজের ভুল ধরতে সমাজগৃহে উপস্থিত। ৭ পদে লূক লিখেছে, *"আর অধ্যাপকরা ও ফরীশীরা, তিনি বিশ্রামবারে সুস্থ করেন কি না, দেখবার জন্য তাঁর (যীশুর) প্রতি দৃষ্টি রাখল, যেন তাঁর (যীশুর) নামে দোষারোপ করার সূত্র পায়।"* এখন, এই কথা থেকে প্রশ্ন করা যেতে পারে, এই সমস্ত ধর্মীয় নেতারা কি আগে থেকেই জানত যে সেদিন সেই সমাজগৃহে শুষ্ক-হাতের এক রোগি উপস্থিত; না-কি, তারা নিজেরাই সেদিন এই রোগিকে সেখানে নিয়ে এসেছিল, যেন যীশুর ভুল ধরতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের দেওয়া হয়নি, আর যীশুর কাছে তা গুরুত্বপূর্ণও নয়। কারণ স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহ হোক, কিংবা তাঁর ভুল ধরার ফাঁদ হোক, যীশু ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করতে চলেছেন; সঠিক অর্থে বিশ্রামবারকে পবিত্র রূপে মান্য করতে চলেছেন।

ধর্মীয় নেতারা যীশুর বিষয় খবর পেয়েছে যে, যীশু বিশ্রামবারেও রোগিদের সুস্থ করে থাকেন। কিন্তু ধর্মীয় নেতাদের তৈরী বিধি-নিষেধ অনুসারে, আরোগ্যদান এক ধরণের কাজ হওয়ায়, তা বিশ্রামবারে নিষিদ্ধ। অবশ্য ছাড় ছিল, যদি সেই রোগির পরিস্থিতি খুব মারাত্মক হত, সে যদি মরণাপন্ন হত, তবে তাকে সুস্থ করার কাজ করা যেত। এখন, এই যে রোগি সেদিন সমাজগৃহে উপস্থিত, যার ডান হাত কেবল শুকিয়ে গেছে, ধর্মীয় নেতাদের দৃষ্টিতে তার পরিস্থিতি কখনও মারাত্মক নয়, কিংবা মরণাপন্ন নয়। অতএব, ধর্মীয় নেতাদের বিধি-নিষেধ অনুসারে, বিশ্রামবারে এমন একজন রোগিকে সুস্থকরণ কোনও ভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। এখন, যীশু কি সর্ব সমক্ষে তাদের তৈরী এই বিধি-নিষেধকে লঙ্ঘন করবার সাহস দেখাবেন? যীশু যদি সেই বিশ্রামবারে সমাজগৃহে সেই রোগিকে সুস্থ করেন, তাহলে এই সমস্ত ধর্মীয় নেতারা সর্বসমক্ষে যীশুর এই ভুল ধরার সুযোগ পাবে যে, তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছেন; কারণ তারা মনে করে যে, তাদের তৈরী বিধি-নিষেধ হল স্বয়ং ঈশ্বরের আজ্ঞা।

এখন, যীশু কি তাদের এই মতলব জানেন না? যীশু কি না জেনে তাদের এই ফাঁদে পা দিতে চলেছেন? ৮ পদে লূক লিখেছে, *"কিন্তু তিনি তাদের চিন্তা জ্ঞাত ছিলেন, আর সেই শুষ্ক-হাতের লোকটিকে বললেন, উঠ, মাঝখানে দাঁড়াও। তাতে সে উঠে দাঁড়াল।"* হ্যাঁ, যীশু ভালো করেই তাদের মতলব জানেন। তথাপি, তিনি তাদের ফাঁদে ধরা পড়ার ভয়ে পিছু হটলেন না। কারণ,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

তিনি জানেন বিশ্রামবারে অসুস্থকে সুস্থ করলে বিশ্রামবার লঙ্ঘন করা হয় না, বরং সঠিক অর্থে তা পালন করা হয়। তাই, বিশ্রামবারে সেই অসুস্থকে সুস্থ করা থেকে বিরত হবার বিন্দুমাত্র চিন্তা তাঁকে বিব্রত করতে পারেনি। পরিবর্তে, বিশ্রামবার সঠিক অর্থে পালন করার এমন সুন্দর সুযোগকে যীশু কাজে লাগাতে নিজেই এগিয়ে এলেন। তিনি সেই রোগিকে উঠে সকলের মাঝখানে দাঁড়াতে বললেন। আর সে যখন উঠে দাঁড়াল, তখন উপস্থিত সমস্ত মানুষের দৃষ্টি তার প্রতি কেন্দ্রীভূত হল।

এখানে আমরা যীশুর সঙ্গে ভ্রান্ত শিক্ষকদের পার্থক্য স্পষ্ট দেখতে পাই। ধর্মীয় নেতারা যখন লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর অনুসরণ করছে ও গুপ্তচরের ন্যায় তাঁর ভুল ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন যীশু কোনও লুকোচুরি নয়, কিন্তু সর্ব-সমক্ষে, প্রকাশ্যে তাঁর কাজের দ্বারা বিশ্রামবার সম্বন্ধে তাঁর সঠিক শিক্ষাকে তুলে ধরছেন। তিনি ঈশ্বর, আর তাই তিনি পারেন সেই লোকটির শুষ্ক-হাতকে সুস্থ করতে। তাই, কোনও প্রকার চাতুরি নয়, বা ইন্দ্রিয়জালও নয়; কিন্তু সকলের চোখের সামনে তিনি সেই অলৌকিক সুস্থতা দিতে চলেছেন। অন্যদিকে, তাকে সর্ব সমক্ষে দাঁড় করানোর দ্বারা, তার প্রতি সেই সমস্ত ধর্মীয় নেতাদের নিষ্ঠুর মনোভাবকেও সকলের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।

যীশুর এই আচরণ থেকে যে শিক্ষা আমরা পাই, তা হল, তিনি কখনও অন্যায় বা মিথ্যা শিক্ষার সঙ্গে আপোষ করেননি। মিথ্যা জেনেও তিনি তাকে মেনে নিয়েছেন, বা ঢাকা দিয়েছেন, কিংবা অন্যদের চোখকে ভয় করে আড়ালে কোনও কাজ করেছেন, এমন ঘটনা আমরা কখনও যীশুর জীবনে দেখতে পাই না। আজ আমাদের উপর যখন পূজোর চাঁদার জুলুম চালানো হয়, তখন আমরা কী করি? ''না, মানে পূজোর জন্য চাঁদা দেতে পারব না, পরিবর্তে সমাজ-সেবা মূলক কোনও কাজ যদি করেন, তার জন্য সাহায্য করতে পারি,'' এই কি আমাদের উত্তর? কিংবা কাজ উদ্ধারের জন্য ''নিজে ঘুষ দেব না, অন্যদের মাধ্যমে দেব!!!''

খ। যীশুর প্রশ্ন (৯ পদ): সেই ব্যক্তির প্রতি যখন সমস্ত মানুষের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত, তখন যীশু উপস্থিত সেই সমস্ত ধর্মীয় নেতাদের প্রশ্ন করলেন, ***''তোমাদের জিজ্ঞাসা করি, বিশ্রামবারে কী করা বিধেয়? ভালো করা না মন্দ করা? প্রাণ রক্ষা করা না প্রাণ নাশ করা?''*** যীশুর এই প্রশ্ন খুবই যুক্তিযুক্ত এবং সময়োপযোগী। কারণ, বিশ্রামবারে কী করা বিধেয়, সে বিষয়ে ফরীশীরা সর্বদা অন্যদের শিক্ষা দিয়ে থাকে, সে বিষয়ে তারা কত বিধি-নিষেধ তৈরী করেছে। তাই, এই প্রশ্নের উত্তরে তারই কেবল বিশেষজ্ঞের মতামত দিতে পারে।

এখন সপ্তাহের অন্যান্য দিন যদি আমাদের ভালো কাজ করতে বলা হয়ে থাকে (লূক ৬:৩৩, ৩৫; ১পিতর ২:১৪-১৫, ২০; ৩যোহন ১১), তাহলে বিশ্রামবারে ভালো কাজ, তথা প্রাণ রক্ষা করা কত না বিধেয়! তাই, ৯ পদে যীশু যে প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তর ইহুদি শিশুরা পর্যন্ত দিতে সক্ষম ছিল। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, শিশুরা যে প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম, তথাকথিত এই সমস্ত বিধান-বিশেষজ্ঞ সেই প্রশ্নের উত্তর একবারও চিন্তা না করে তারা বিশ্রামবার পালন সম্বন্ধে কয়েকশো বিধি-নিষেধ তৈরী করেছে।

এই প্রশ্নের দ্বারা যীশু সেই সমস্ত বিধান-বিশেষজ্ঞের বিবেককে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন, যেন তারা উপলব্ধি করে যে, বিশ্রামবারে ভালো কাজ থেকে বিরত থাকার দ্বারা তারা আসলে মানুষের ক্ষতি করছিল। তাই, বিশ্রামবারে মানুষের প্রয়োজন পূরণে দয়া প্রদর্শন একদিকে যেমন উপযুক্ত কাজ; অন্যদিকে, তা না করা হল, অন্যায় ও অনৈতিক। একথা ঠিক যে, একদিনের অপেক্ষা সেই মানুষটির জীবন কেড়ে নিত না, যেহেতু সে মরণাপন্ন ছিল না। কিন্তু যে যুক্তিতে তার সুস্থ হওয়াকে একদিন বিলম্বিত করা হচ্ছে, সেটি কি সঠিক যুক্তি? বিশ্রামবারে ভালো কাজ করতে, প্রাণ রক্ষা করতে অসুবিধা কোথায়? পরিবর্তে, মিথ্যা যুক্তিতে শুষ্ক-হাতের কষ্ট আরও একদিন ভোগ করতে বাধ্য করার দ্বারা, তারা সেই ব্যক্তির সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনকে বাধা দিয়েছে। এর দ্বারা ধর্মীয় নেতারা ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন নয়, বরং লঙ্ঘনই করেছে; সেই ব্যক্তির প্রতি তাদের নির্দয়, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী মনোভাবকে প্রকাশ করেছে।

কিন্তু কেবল তা-ই নয়, বিশ্রামবারে একদিকে, প্রাণ রক্ষা করা যেমন অবশ্য পালনীয় কর্তব্য; তখন অন্যদিকে, প্রাণ নাশ করা সম্পূর্ণ ভাবে অবৈধ, অনৈতিক। সপ্তাহের অন্যান্য দিনে প্রাণ নাশ যেমন অবৈধ, বিশ্রামবারে তা অবশ্যই অবৈধ। কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, যীশুর শত্রু এই সমস্ত ধর্মীয় নেতারা সপ্তাহের অন্যান্য দিন এবং এমনকী বিশ্রামবারেও সেই প্রাণ নাশের কাজই করে চলেছে। কারণ, তারা এখন যীশুর উপর নজরদারি চালিয়ে, যীশুকে দোষী সাব্যস্ত করে যীশুর প্রাণ নাশের চেষ্টা চালাচ্ছে (১১ পদ, মার্ক ৩:৬)। সেদিন সেই সমস্ত ধর্মীয় নেতা যখন ধর্মের নামে অধর্মের কাজ করছিল, তখন আজ খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা আত্ম-সমীক্ষা করার সুযোগ পেয়েছি। আমরা কি ঈশ্বরকে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সন্তুষ্ট করে, তাঁর গৌরব করে, এমন কাজ করছি, না কি তার বিপরীত কাজ করছি?

গ। আরোগ্যদান (১০-১১ক পদ): ১০ পদে লূক লিখেছে, ***"পরে তিনি চারদিকে তাদের সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সেই লোকটিকে বললেন, তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।"*** মার্ক ৩:৫ পদে আরও যোগ করা হয়েছে, ***"তাদের মনের কাঠিন্যে দুঃখিত হয়ে সক্রোধে চারদিকে দৃষ্টিপাত করে সেই লোকটিকে বললেন . . .।"*** ৯ পদে যীশু তাদের যে প্রশ্ন করেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর সকলের জানা থাকা সত্ত্বেও, কেউ কিন্তু সত্য উত্তর দিতে সাহস করেনি। ভ্রান্ত শিক্ষকরা সর্বদা সত্যকে এড়িয়ে চলে, সত্যের সামনে নীরব থাকে। যীশুর কথায় তারা বিবেক দংশন অনুভব করেনি, কারণ তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে। তাদের সেই কঠিন হৃদয় দেখে যীশু দুঃখিত হলেন। কিন্তু তাদের চোখকে ভয় করে, তাদের ফাঁদকে ভয় করে বিশ্রামবারের উপযোগী কাজ থেকে তিনি বিরত হলেন না। তাই, তিনি লোকটিকে বললেন, ***"তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।"*** লোকটি অবিশ্বাসে তাঁকে উপহাস করে বলতে পারত, *"হাত যদি তুলতেই পারতাম, আপনার কাছে আসতাম না!"* কিন্তু অবিশ্বাসের পরিবর্তে সেই ব্যক্তি যীশুর কথায় বিশ্বাস করে কাজ করল। ১১ পদের প্রথম অংশে বলা হয়েছে, ***"সে তা করল, আর তার হাত সুস্থ হল।"*** সেই সুস্থতা ছিল তাৎক্ষণিক ও সম্পূর্ণ। যীশু স্বয়ং ঈশ্বর, তাই তাঁর দ্বারাই কেবল তা সম্ভব ছিল।

একই ভাবে সুসমাচার যখন প্রচারিত হয়, পবিত্র আত্মা যখন সেই সুসমাচারের দ্বারা পাপীর কাছে পরিত্রাণের আহ্বান উপস্থিত করেন, লুদিয়ার ন্যায় পাপীর হৃদয় খুলে দেন, তাকে নতুনজন্ম দেন, তখনই কেবল পাপী নিজের পাপ দেখতে পায় ও যীশুকে তার একমাত্র মুক্তিদাতা হিসাবে বিশ্বাস ও স্বীকার করে। হ্যাঁ, পবিত্র আত্মা যখন পাপে ও অপরাধে মৃত (ইফিষীয় ২:১) আমাদের নতুনজন্ম দেন, তখনই কেবল আমরা আত্ম-নির্ভরতা ত্যাগ করে, একমাত্র খ্রীস্টে আস্থা স্থাপন করি, পাপ থেকে পরিত্রাণ পাই। প্রভু সেদিন তাঁর আত্মা দ্বারা সেই রোগির হৃদয় খুলে দিয়েছিলেন, আর তাই অবিশ্বাস না করে, সে বিশ্বাসে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, সুস্থ হয়েছিল। আমরা যদি প্রভুর সন্তান হয়ে থাকি, আমাদের জীবনেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে, সুসমাচার শুনে প্রভুর আত্মা দ্বারা যখন আমরা নতুনজন্ম লাভ করেছি, তখন আমরা নিজেদের পাপী বলে স্বীকার করেছি, একমাত্র যীশুতে আস্থা স্থাপন করেছি, পরিত্রাণ পেয়েছি।

ঘ। প্রতিক্রিয়া (১১খ পদ): ১১ পদের দ্বিতীয় অংশে লূক লিখেছে, ***"কিন্তু তারা (ধর্মীয় নেতারা) উন্মত্ততায় পূর্ণ হল, আর যীশুর প্রতি কী করবে, তাই-ই পরস্পর বলাবলি করতে লাগল।"*** মার্ক ৩:৬ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে ফরীশীরা বের হয়ে তৎক্ষণাৎ হেরোদীয়দের সঙ্গে তাঁর (যীশুর) বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করতে লাগল, কী প্রকারে তাঁকে বিনষ্ট করতে পারে।"*** যীশু তাদের কাছে যে প্রশ্ন রেখেছিলেন, তার কেবল একটিই উত্তর হতে পারত, আর তা হল বিশ্রামবারে ভালো কাজ, তথা প্রাণ রক্ষা করার কাজ বিধেয়। কিন্তু ফরীশীরা যদি সেদিন সেই উত্তর দিত, তাহলে তাদের তৈরী জীবনের সমস্ত দর্শন উপহাসে পরিণত হত। কিন্তু উত্তর না দিলেও সর্ব-সমক্ষে যীশু স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেছেন যে, তারা মানুষের ভালো চায় না, প্রাণ রক্ষা করতে চায় না; পরিবর্তে তারা প্রাণ নাশ করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তারা সব সময় তাদের কপটতার দ্বারা যে সত্য ঢেকে রাখতে চেয়েছে, তাকে যখন যীশু এই ভাবে প্রকাশ করলেন, তখন তারা রেগে যেতে বাধ্য, আর তার ফলস্বরূপ, তারা যীশুকে বধ করতে তাদের ষড়যন্ত্র আরও বৃদ্ধি করল, এমনকী হেরোদীয়দের সঙ্গেও হাত মেলালো। আমরা কী করছি? আমরা যখন প্রভুর বাক্য দ্বারা আমাদের পাপ ও অপরাধ দেখতে পাই, আমরা কি তা স্বীকার করি, আমরা কি সে সমস্ত পাপপথ ত্যাগ করি? না কি, ফরীশীদের ন্যায় রেগে যাই, তাঁর বাক্যে ভাঁজ দিতে চেষ্ট করি, বাক্যের প্রতিরোধ করি?

আমরা কি বিশ্রামবার, আজ যা আমাদের কাছে রবিবার, সঠিক অর্থে পালন করছি? সপ্তাহের আর পাঁচটা দিন থেকে পৃথক করে পবিত্র রূপে মান্য করছি? বিশ্রামবার পালন মানে ফরীশীদের ন্যায় কেবল মানুষের তৈরী বিধি-নিষেধ পালন নয়, কিংবা নিস্ক্রীয় থাকাও নয়। কিন্তু সঠিক ভাবে ঈশ্বর-আরাধনায় রত হওয়া, যার অর্থ, কেবল গতানুগতিক আরাধনায় যোগদান নয়, কিন্তু বিশ্রামবারে প্রভুতে আমোদ করা, আনন্দের সঙ্গে মুক্তিদাতা ঈশ্বরের প্রশংসা ও গৌরব করা। আমাদের সেই ঈশ্বর যেমন আমাদের ভালোবাসেন, আমরা তাঁকে ভালোবাসব, আমাদের প্রতিবেশিদের ভালোবাসব। ফলস্বরূপ, অন্যান্য দিনের ন্যায় বিশ্রামদিনেও আমরা আমাদের প্রতিবেশিদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজন পূরণে যীশুর ন্যায় সর্বদা এগিয়ে আসব।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com